প্রথম অধ্যায় : ফরাসি বিপ্লবের কয়েকটি দিক

রাজনৈতিক কারাগার ও ভ্রান্ত অর্থনীতির জাদুঘর হিসেবে ফ্রান্স

ফরাসি বিপ্লবের উৎসের অনুসন্ধানে, ঐতিহাসিক জর্জ লেফেভর দাবি করেছেন যে ফরাসি বিপ্লবের উৎস তার পূর্বের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া উচিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে রাজতন্ত্র একটি জটিল অবস্থান এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছিল।

ফরাসি বিপ্লব পূর্ববর্তী রাজনৈতিক কাঠামো

ফরাসি সম্রাট ত্রয়োদশ লুই এবং তার মন্ত্রী কার্ডিনাল রিশল্যুর শাসনের সময় কেন্দ্রীভূত স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ষোড়শ লুইয়ের রাজত্বকালে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতায় উন্নত হয়। ফরাসি রাজতন্ত্রের পতন, যা চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ লুই-এর শাসনামলে শুরু হয়েছিল, ষোড়শ লুই সিংহাসন আরোহণের পরে তা আরও সমস্যাজনক হয়ে ওঠে।

ষোড়শ লুই একজন দুর্বল রাজা ছিলেন, এই সম্ভাবনা রাজকীয় ইন্টেন্ডেন্টদের সীমাহীন শক্তিকে প্রসারিত করেছিল। স্থানীয় সরকারের কর্তৃত্ব তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। বিভিন্ন দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা সেইসময় চালু ছিল। রাজার আদেশ বা শৃঙ্খলাকে প্রায়শই আইন হিসাবে গণ্য করা হত। অন্যদিকে বিচার বিভাগ ছিল দুর্নীতিগ্রস্থ।

লেতর-দ্য-ক্যাশ, একটি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা চালু করেন যার দ্বারা যেকোনো কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব ছিল। অপরাধের জন্য অভিযুক্ত যেকেউ লেতর-দ্য-ক্যাশ জারি করে মুক্তি পেতে পারে।

ফরাসি বিচার বিভাগ আর্থিক লেনদেন দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিল আবার রাজতন্ত্র ছিল সংস্কারবিরোধী। বিপ্লবের আগে ফরাসী রাজতন্ত্রের এই সংকটকে ভলতেয়ার ‘রাজনৈতিক কারাগার’ হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন।

ফরাসি বিপ্লব পূর্ববর্তী ফ্রান্সের অর্থনৈতিক কাঠামো

শুধু রাজনৈতিক সংকটই না, অর্থনৈতিক সংকট এবং তা কাটিয়ে উঠতে সরকারের ব্যর্থতা বিপ্লবকে অনিবার্য করে তুলেছিল। রাজতন্ত্রের প্রশ্রয়, সেইসাথে অতিরিক্ত ঋণের বোঝা প্রয়োজনীয় সংঘর্ষকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

প্রশাসনিক ব্যয় বাজেটের পরিমাণ ছাড়িয়েছিল সাথে কর ব্যবস্থার ফলে জনগণ অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। এই ধরনের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে, অ্যাডাম স্মিথের 'ওয়েলথ অফ নেশনস'- এ প্রাক বিপ্লব ফরাসি অর্থনীতিকে 'ভ্রান্ত অর্থনীতির জাদুঘর' হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

কর ব্যবস্থা

1. সবচেয়ে ধনী শ্রেণী যাজক এবং অভিজাতদের কর প্রদান থেকে অব্যাহত দেওয়া হয়েছিল। যেহেতু সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীর ক্ষেত্রে পণ্যের করভার মুক্ত ছিল, তাই ভোগ্যপণ্যের উপর যে কর ধার্য ছিল তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
2. পণ্যের দাম এই সময় বেড়েছিল এবং ভোক্তার ক্রয় ক্ষমতা কমেছিল। ফলে পরোক্ষ কর থেকে সরকারের রাজস্ব কমে যায়। ফলস্বরূপ, ঘাটতি পূরণের একমাত্র উপায় ছিল প্রাপক শ্রেণীর রাজস্বের সুবিধাগুলি দূর করা।
3. রাজা ষোড়শ লুই অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে এটি সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন। অভিজাতরা নিজেদের সুযোগ-সুবিধা বজায় রাখার জন্য এর পরিপ্রেক্ষিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন।
4. কিছু ঐতিহাসিক এই আন্দোলনকে অভিজাত বিদ্রোহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মূলত, 1770 এর দশক থেকে ফ্রান্সের তীব্র অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিপ্লবের পথ তৈরি করে।
5. মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান, কর বৈষম্য এবং অন্যান্য বিষয়গুলি থেকে জনগণের মনে ক্ষোভের জন্ম হয়েছিল।

বিপ্লব পূর্ববর্তী ফ্রান্সের কর ব্যবস্থা

1. বিপ্লবের আগে ফ্রান্সে যাজক এবং অভিজাতদের কোনো কর দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। মূলত তৃতীয় সম্প্রদায়ের থেকে অধিকাংশ কর নেওয়া হতো।
2. ফ্রান্সের কৃষকরা একটি বিশাল করের বোঝার শিকার হয়েছিল। তাদের নানারকম কর দিতে হতো যেমন, চার্চকে দিতে হত **টাইথ**, রাজাকে দিতে হতো **টেইলি, ক্যাপিটেশন** প্রভৃতি।
3. সবচেয়ে বেশি কষ্টকর হলো গ্যাবেল বা লবণ কর, এছাড়া **সেন্স নামক** এক প্রকার বাৎসরিক খাজনা দিতে হতো। এছাড়া প্রাপ্য ফসলের একাংশ সামন্ত প্রভুকে দিতে হতো যা **স্যামপার্ট** নামে পরিচিত।
4. সম্পত্তি হস্তান্তর করার জন্য **লৎ এৎ ভেন্তি** নামক কর, মদ এবং তামাকজাত দ্রব্যের জন্য **এইদস** কর ইত্যাদি দিতে হতো।
5. ফরাসি কৃষকদের আয়ের আশি শতাংশ তাদের সমস্ত কর পরিশোধ করতে ব্যয়িত হয়।
6. পূর্বোক্ত টাইট বা ধর্মকর, কৃষকদের দশমাংশ কৃষি পণ্যের এক-দশমাংশ থেকে নেওয়া হত।
7. গম, বার্লি, ফলমূল, শাকসবজি, এমনকি প্রাণীজ পণ্য সবকিছুতেই কর দিতে হতো। অন্যদিকে যাজকদের কর দিতে হত না, তারা শুধু কিছু অনুদান দিতেন।

করভি

সামন্ততান্ত্রিক নীতি অনুসারে সামন্ত প্রভুরা তাদের কাজ সম্পাদনের জন্য কৃষকদের কাছ থেকে সামাজিক সম্মানের পাশাপাশি কিছু বিশেষ সুবিধাও পেতেন।

1. কৃষকদের ম্যানরের প্রভুকে বাধ্যতামূলক শ্রম বা করভি আর্থিক কর দিতে হতো। তাদের গম ভাঙ্গানো, খাদ্য প্রস্তুত প্রভৃতি কাজ করতে হত।
2. তা ছাড়া, রাস্তা নির্মাণ, দুর্গ নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কৃষকদের ক্ষতিপূরণ ছাড়াই বাধ্যতামূলক শ্রম দিতে হয়।

3. প্রায়ই বিভিন্ন ধরনের বাধ্যতামূলক পরিষেবা বা দায়িত্বের জন্য কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়।

বিপ্লব পূর্ববর্তী ফরাসি সমাজ কাঠামো

বিপ্লবের আগে, ফরাসি সমাজ তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। সেখানে যাজক, অভিজাত এবং ফরাসি জনগণ ছিল। সামাজিক সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে, ফরাসিরা দুটি বিভাগে বিভক্ত ছিল -

1. সুবিধাভোগী
2. সুবিধাহীন

প্রথম সম্প্রদায়

ফ্রান্সের প্রথম সম্প্রদায়ের যাজকরা ছিল সবচেয়ে সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণী। রাষ্ট্রীয় আইনের থেকেও ঊর্ধ্বে ছিল এই সুবিধা প্রাপ্ত শ্রেণী। এমনকি তাদের কর দিতে হত না। যাজক সম্প্রদায় ছিল সমগ্র জনসংখ্যার মাত্র 1%। যাজক সম্প্রদায় দুটি দলে বিভক্ত ছিল:

1. উচ্চ যাজক সম্প্রদায়
2. নিম্ন যাজক সম্প্রদায়

চার্চের বার্ষিক আয় ছিল প্রায় 13 কোটি লিভ্র। জমি ছাড়াও, ধর্মকর বা টাইথ যা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আদায় করা হতো, তা চার্চের আয়ের অন্য একটি উৎস ছিল।

দ্বিতীয় সম্প্রদায়

1. উচ্চ বংশীয় ব্যক্তিরা এবং রাজা রানীর আত্মীয়স্বজন অসিধারী অভিজাত নামে পরিচিত ছিল।
2. যখন রাজা কাউকে সম্মানজনক পদে নিয়োগ করে তাকে একজন অভিজাত পদে উন্নীত করেন, তখন তাদের পোশাকি অভিজাত বলে।

3. পোশাকি অভিজাতের সংখ্যা তিন থেকে চার লক্ষের মত ছিল, এই অভিজাতরা ছিলেন অত্যন্ত সুবিধাভোগী।
4. তারা ফরাসী সমাজে কর্তৃত্বের শীর্ষে প্রতিনিধিত্ব করত এমনকি নিয়মিতভাবে ব্যাংকিং, শিল্প ও প্রশাসন ব্যবস্থায় জড়িত ছিল।

তৃতীয় সম্প্রদায়

1. দুটি প্রভাবশালী শ্রেণী ছাড়াও, সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল ক্ষমতাহীন। এর মধ্যে ছিল বুর্জোয়া, কৃষক ও শ্রমিক।
2. পুঁজিপতি, ব্যাংকার, ঠিকাদার, সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, ডাক্তার, আইনজীবী, শিল্পী ইত্যাদি বুর্জোয়াদের সমন্বয়ে গঠিত।
3. অন্যদিকে প্রাক-বিপ্লবী ফ্রান্সের অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিল কৃষিভিত্তিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৭% ছিল কৃষক সম্প্রদায়।
4. ফরাসী শ্রমজীবী সমাজে কৃষক, দিনমজুর, মালি, কাঠুরে, রাজমিস্ত্রি প্রভৃতি বিভাজন ছিল।
5. অষ্টাদশ শতাব্দীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে দরিদ্র কৃষকরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল।
6. এই শহরের দরিদ্র মানুষের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দেশের গ্রামসমাজ থেকে এসেছে। তাদের বেতন ছিল অত্যন্ত কম। তাদের অনেকেই ভিক্ষা করতে বা সমাজসেবা করতে বাধ্য হয়েছিল।

দৈব রাজতন্ত্রের ধারণা

1. প্রচলিত ছিল বিশ্বের বেশিরভাগ রাজতন্ত্র, কোন কোন সময় দৈব রাজতন্ত্রের ধারণাকে প্রাধান্য দিয়েছে। এই তত্ত্ব অনুসারে, রাজা তার প্রজা বা কোন বিশেষ ক্ষমতার কাছ থেকে রাজ্য শাসনের কর্তৃত্ব পাননি।
2. ঐশ্বরিক নির্দেশ অনুসারে, রাজা স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে এই বিশেষত্ব অর্জন করেছিলেন। ফলে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তিনি কারো কাছে দায়বদ্ধ নন।

3. দৈবরাজতন্ত্রের তত্ত্ব অনুসারে রাজা তার রাজ্যে আইন, বিচার এবং প্রশাসনের প্রধান।
4. কিছু ইংরেজ ও ফরাসি দার্শনিক রাজার সার্বভৌমত্বের বিরোধিতা করে সামাজিক চুক্তির ধারণা গড়ে তুলেছিলেন। ফরাসি বিপ্লবের আগে দার্শনিক রুশো এই তত্ত্বকে জনপ্রিয় করেছিলেন।

ফরাসি স্বৈরাচার ও অর্থনৈতিক নীতি বিষয়ে দার্শনিকদের সমালোচনার বিভিন্ন ধারা :

ফরাসি জনগণ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্ষুব্ধ ছিল। পরিবর্তনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি বা বিপ্লবের মানসিকতা এবং দার্শনিক জনসাধারণ এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি বিপ্লবের কেন্দ্রে ছিল যুক্তিবিদ্যা। সেই সময়ে, ফ্রান্সের একজন বুদ্ধিমান দার্শনিক এবং লেখক ধর্ম, সমাজ এবং ইতিহাস সম্পর্কে বৈপ্লবিক চিন্তার ঝড় তুলেছিলেন। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবে ভলতেয়ার, মন্তেস্কু বা রুশো জীবিত ছিলেন না। প্রচলিত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কর্তৃত্বের ত্রুটিগুলির প্রতি শিক্ষিত জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মাধ্যমে বিপ্লবের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

মন্তেস্কু

1. মন্তেস্কুর প্রকৃত নাম ছিল ফ্রাঁসোয়া মারি আরুয়ে, তিনি অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইংল্যান্ডের মুক্ত সামাজিক কাঠামোর অনুরূপ ফ্রান্সে সামাজিক সংস্কার চেয়েছিলেন। তার কাছে সব অযৌক্তিক ধারণা এবং প্রতিষ্ঠান ছিল অসহ্যকর।
2. মন্তেস্কু ক্যাথলিক চার্চকে "A Privileged Nuisance" হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বিতর্কের প্রধান বিষয় ছিল সাংবিধানিক সমস্যা। তিনি যুক্তি

দিয়েছিলেন, সমস্যাগুলি আরও বাড়বে যদি প্রশাসন, আইন এবং আদালত একই ব্যক্তি বা সংস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

3. মন্তেস্কু 1748 সালে প্রকাশিত তাঁর বই 'দ্য স্পিরিট অফ লজ' -এ ক্ষমতা বিভাজনের তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। এই তত্ত্ব অনুসারে, আইন, বিচার এবং প্রশাসন বিভাগ পৃথক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন।
4. মন্তেস্কু তার অন্য আরেকটি বই 'দি পার্সিয়ান লেটারস' [১৭২১]-এ ফরাসি সমাজ, অভিজাততন্ত্র এবং রাজতন্ত্রের প্রধান ত্রুটি ও অপ্রতুলতাকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন।

ভলতেয়ার

1. ভলতেয়ার ছিলেন একজন দার্শনিক, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক। 'লেতর ফিলজফিক' এবং 'কাঁদিদ' হলো তাঁর দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ।
2. ব্যঙ্গাত্মকভাবে সমাজ ও ধর্মীয় সংগঠনের দুর্বলতা প্রকাশে তাঁর কোনো সমকক্ষ ছিল না।
3. তিনি তাঁর শ্লেষাত্মক লেখার মাধ্যমে গির্জা ও যাজকদের দুর্নীতি ও অনাচার সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে সজাগ করেন। স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার অস্বীকার করার বিষয়েও তিনি আপত্তি জানিয়েছেন।

রুশো

1. জাঁ-জেকুইস রুশো ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর সবচেয়ে সুপরিচিত এবং জনপ্রিয় লেখক। রুশো বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ একটি স্বাধীন সত্তা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। যদিও সারা বিশ্বে মানুষ দাসত্বের শিকার। সেই আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে স্বাভাবিক স্বাধীনতা অর্জন করা মানুষের দায়িত্ব।
2. তাঁর সবচেয়ে সুপরিচিত গ্রন্থ হল 'সামাজিক চুক্তি বা Social Contract'। তিনি এই গ্রন্থে দাবি করেন যে, আদিম মানুষ একটি অলিখিত চুক্তির মাধ্যমে